সবচেয়ে বেশি বাড়ল খোলা তেলের দাম

বাণিজ্যসচিবের সঙ্গে মিল মালিকদের বৈঠকের পর সব ধরনের তেলের দাম বাড়ানো হয়েছে। বাজারে বোতলজাত সয়াবিন তেল প্রতি লিটার ১৬০ টাকা বিক্রি হলেও এখন থেকে ৩৮ টাকা বাড়িয়ে প্রতি লিটার ১৯৮ টাকায় বিক্রি হবে। এছাড়া সবচেয়ে বেশি বাড়নো হয়েছে খোলা তেলের দাম। আগে খোলা তেল ১৩৬ টাকায় প্রতি লিটার বিক্রি হলেও নতুন দাম অনুযায়ী ১৮০ টাকায় বিক্রি হবে। অর্থাৎ খোলা তেলে দাম লিটার প্রতি ৪৪ টাকা বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া ৪২ টাকা বাড়িয়ে পাম তেলের দাম করা হয়েছে ১৭২ টাকা। যা আগে ছিল লিটার প্রতি ১৩০ টাকা

বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স ও বনস্পতি ম্যানুফাচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম ১৯৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর ৫ লিটার বোতলজাত সয়াবিন বিক্রি হবে ৯৮৫ টাকায়। এছাড়া খোলা সয়াবিন তেল ১ লিটার ১৮০ টাকা ও পাম তেল ১ লিটার বিক্রি হবে ১৭২ টাকায়।

এক বছর আগেও বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম লিটার ছিল ১৩৪ টাকা করে। গত ৬ ফেব্রুয়ারি তা নির্ধারণ করা হয় ১৬৮ টাকায়। ব্যবসায়ীরা মার্চ থেকে লিটারে আরও ১২ টাকা বাড়িয়ে ১৮০ টাকা করতে চেয়েছিল। কিন্তু সরকার রাজি না হলে সেদিন থেকে বাজারে সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয়।

এরপর সরকার ভোজ্যতেল উৎপাদন ও বিক্রির ওপর থেকে ভ্যাট পুরোপুরি আর আমদানিতে ৫ শতাংশ রেখে বাকি সব ভ্যাট প্রত্যাহার করে নেয়। পরে গত ২০ মার্চ লিটারে আট টাকা কমিয়ে বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম ঠিক করা হয় ১৬০ টাকায়। সেদিন ৫ লিটারে ৭৯৫ টাকা থেকে কমিয়ে ৭৬০ টাকা এবং খোলা সয়াবিনের দাম ১৪৩ টাকা থেকে কমিয়ে ১৩৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

জানা গেছে, সয়াবিন তেলের বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে দেশের বাজারে মূল্য সমন্বয়ের বিষয়ে বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টায় বাণিজ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠকে বসেন বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স ও বনস্পতি ম্যানুফাচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ। বৈঠকে তেল পরিশোধনকারী কোম্পানির প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের পর বিকালে দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।

[redacted]

[redacted]

হোসেন পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আব্দুর রাজ্জাক, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান একেএম শফিকুল আলম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা লাভলী খাতুন, ইউপি চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস, প্রেসক্লাব সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলম, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সুশিল সমাজ প্রতিনিধি, আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী, বিভিন্ন দপ্তরের সরকারী কর্মকর্তা বৃন্দ।

মেহেরপুর মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক ডেপুটি কমাণ্ডার আলতাফ হোসেনের মৃত্যু

মেহেরপুর মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক ডেপুটি কমাণ্ডার আলতাফ হোসেন (৬৮) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। তিনি আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক মেম্বর ছিলেন।

ধবার দিবাগত রাত ১২ টার দিকে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। এর আগে তিনি নিজ বাড়ি মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিলে হৃদরোগে আকান্ত হন। এসময় তাঁকে ঢাকা নেওয়ার পথে ফরিদপুরে পৌছালে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে তিনি এক ছেলে, ২ মেয়েসহ অসংখ্যা গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে সড়ক দুর্ঘটনায় যুবক নিহত

মেহেরপুরের আমঝুপিতে সড়ক দুর্ঘটনায় নাহিদুল ইসলাম নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ঈদের দিন মধ্যরাতে নাহিদের মৃত্যু হয়। নাহিদুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার কাঁঠালপোতা গ্রামের আশরাফ আলীর ছেলে।

জানা গেছে, ঈদের দিন সন্ধ্যার দিকে নাহিদুল ইসলাম মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে পথিমধ্যে আমঝুপি খামারের কাছে রাস্তা পার হওয়া একটি শিয়ালের সাথে ধাক্কা লাগে। এসময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে নাহিদুল ইসলাম। তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। এখানে তার অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে রেফার্ড করা হয় কুষ্টিয়ায়।কুষ্টিয়া নেওয়ার পর মধ্যরাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

আলমডাঙ্গায় উচ্চস্বরে গান বাজানো বন্ধ করায় তুলে নিয়ে নির্যাতন

আলমডাঙ্গা উপজেলায় উচ্চস্বরে সাউন্ড সিস্টেমে গান বাজনা বন্ধ করে দেয়ায় জাহাঙ্গীর আলম (৩০) নামে এক যুবককে নির্মম নির্যাতণের ঘটনা ঘটেছে।
মঙ্গলবার (৩ মে) রাত ১ টার দিকে উপজেলার তিওরবিলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে৷ পরে অচেতন হয়ে পড়লে হাত-পা বাধা অবস্থায় গ্রামের একটি মুদিখানা দোকানের পাশে ফেলে রেখে যায় অভিযুক্তরা। পরে তিওরবিলা ক্যাম্প পুলিশের একটি দল জাহাঙ্গীরকে উদ্ধার করে পরিবারের সদস্যদের খবর দেয়। তারা ঘটনাস্থলে পৌছে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে৷ জাহাঙ্গীর আলম তিওরবিলা গ্রামের আব্দুস সাত্তারের ছেলে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

(ওসি) সাইফুল ইসলাম।
জাহাঙ্গীরের বাবা আব্দুস সাত্তার বলেন, ঈদের দিন বিকেলে এলাকার মৃত তালুক মণ্ডলের দুই ছেলে ঠান্ডু ও বান্টু সাউন্ড সিস্টেমে গান বাজনা করছিল। আমার ছেলে নামাযী হওয়ায় তাদের গান বন্ধ করে দেয়। সেখানে উভয়পক্ষের মধ্যে বাকবিতন্ডা হলে পরে বিষয়টি সমাধান করা হয়। এরই জের ধরে গভীর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় আমার ছেলেকে ঠান্ডু, বান্টু, ফাতেহ আলী, জীবন ও বসিরসহ কয়েকজন স্থানীয় একটি মাঠে নিয়ে যায়। সেখানে হাত-পা বেধে বেধড়ক মারধর করে অচেতন অবস্থায় গ্রামের মুকুল দায়ের মুদিখানা দোকানের পাশে রেখে যায়। পরে টহল পুলিশ আমাদেরকে খবর দিলে আমরা ঘটনাস্থলে পৌছে হাত-পা বাধা অচেতন অবস্থায় জাহাঙ্গীরকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করি।
জাহাঙ্গীরের ছেলে রেজওয়ান বলেন, আমার আম্মু নানী বাড়িতে ছিল। রাতে আমি ও আমার বাবা ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ চেচামেচির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখি কয়েকজন লোক আমার বাবাকে বেধড়ক মারধর করতে করতে ঘর থেকে নিয়ে চলে যায়।
চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. খালিদ হাসান বলেন, রাতে পরিবারের সদস্যরা অচেতন অবস্থায় জাহাঙ্গীরকে হাসপাতালে নিয়ে আসে। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের আলামত পাওয়া গেছে। তিনি শঙ্কামুক্ত। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ভর্তি করে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।
আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, মাইকে গানবাজনা বন্ধ করে দেয়ায় জাহাঙ্গীরকে বেধড়ক মারধরের বিষয়টি জেনেছি। ভুক্তভোগীরা থানায় অভিযোগ দিয়েছেন। তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

ঈদের দ্বিতীয় দিনে মুজিবনগরে দর্শনার্থীদের ঢল

করোনায় বন্ধ ছিল দু-বছর। ঈদের দিনেও ছিল বৃষ্টির বাগড়া। ঈদের দ্বিতীয় দিনে মুজিবনগর কমপ্লেক্সে দর্শনার্থীদের যেন ঢল নেমেছে। আবহাওয়া ভালো থাকায় প্রিয়জনকে সাথে নিয়ে ঈদ আনন্দ উপভোগ করতে মুজিবনগরে ছুটে আসছে হাজারো দর্শনার্থী। মেহেরপুরের একমাত্র সরাকারি বিনোদন কেন্দ্র মুজিবনগর কমপ্লেক্সে দিনের শুরু থেকেই লোক সমাগম ছিল অনেক। বেলা বাড়ার সাথে সাথে দুর-দুরান্ত থেকেও

আসছে ভ্রমন পিপাসু মানুষেরা। বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ ভিড় করছেন ঐতিহাসিক আম্রকাননে। মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরভিত্তিক বাংলাদেশের মানচিত্র, স্মৃতিসৌধ, আম্রকানন, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিভিন্ন ম্যুরাল, সরকারি শিশুপরিবার, শাপলা চত্বরসহ বিভিন্ন স্থাপনা ঘুরে ঘুরে দেখছেন তারা।

মুজিবনগরের পাশাপাশি এবার সবার নজর কাড়ছে অনন্যা পার্ক। এখানে রয়েছে পশু-পাখির ভাস্কর্য। দৃষ্টিনন্দন বাগান, পুকুর, শাপলা, ফুলের বাগান, শিশুদের খেলাধুলার সরঞ্জাম ও দেশীয় গাছসমৃদ্ধ বাগান।

পরিবার পরিজন নিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা থেকে আসা ইয়াসমিন আক্তার, সেলিনা আক্তার স্বর্ণা জানান, আমরা ঘুরতে যাওয়ার স্থান হিসেবে এই স্থানটিকে দুই কারণে বেছে নিয়েছি। ঐতিহাসিক জায়গা এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার জন্য। আমরা মুক্তিযুদ্ধ জানি কিন্তু বর্তমান প্রজন্মকে এর গুরুত্ব বোঝানোর জন্য নিয়ে এসেছি।

দর্শনা থেকে আসা ফাহমিদা খানম ও প্লাবন জানান, আমার এখানে এসে খুব ভালো লাগছে। তবে এখানে পর্যাপ্ত টয়লেটের ব্যবস্থা নেই। নেই বাচ্চাদের বিনোদনের কোন ব্যবস্থা। আর যাতায়াত ব্যবস্থা আরো উন্নত হলে ভালো হতো।

যশোর থেকে পরিবার নিয়ে মুজিবনগর কমপ্লেক্সে বেড়াতে আসা জাকির হোসেন, খাইরুল ইসলাম তপুসহ তার পরিবারের সদস্যরা জানান, আমার স্বপ্ন ছিল মুজিবনগর দেখবো, আমি এখানে এসে গর্বিত। বর্তমান প্রজন্মের জানা উচিৎ কত রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। এখানে প্রথম সরকার গঠিত হয়েছিল। তাই আমার দেখার খুব ইচ্ছে ছিল। এখানে এসে দেখে অনেক কিছু জানতে পেরেছি।

করোনার লাগাতার প্রকোপে গত দু-বছর পর্যটক শূন্য হয়ে পড়ে ঐতিহাসিক মুজিবনগর কমপ্লেক্স। দর্শনার্থী না যাওয়ায় কমপ্লেক্সের ছোট ছোট ব্যবসায়ী, ইজারাদারসহ খেটে খাওয়া মানুষদের আয় রোজগারও কমে গিয়েছিল। কিন্তু এ বছরের মৌসুমের শুরু থেকেই ঐতিহাসিক মুজিবনগরে দর্শনার্থীরা আসা শুরু করায় সবার মুখে হাসি ফুটেছে। কমপ্লেক্সের ইজারাদারসহ ভাসমান ব্যবসায়ীরা মনে করছেন, গত বছরের তুলনায় এ বছরের শুরু থেকেই প্রচুর পিকনিকের গাড়িসহ দর্শনার্থীরা মুজিবনগরে বেড়াতে আসা শুরু করায় বেচাকেনাও মোটামুটি ভালো হচ্ছে। তাই এই ঈদ মৌসুমে গত বছরের লোকসান পুষিয়ে নিতে পারবেন

বলে জানিয়েছেন কমপ্লেক্সের ইজারাদারসহ ভাসমান ব্যবসায়ীরা।

কমপ্লেক্সের ভাসমান ব্যবসায়ীরা জানান, এখানে ঈদ মৌসুমে দর্শনার্থী বেশি হয়, বেচাকেনাও ভালো হয়। এ বছর শুরু থেকেই প্রচুর দর্শনার্থী আসায় ব্যবসা ভালো হচ্ছে, বেচাকেনাও ভালো হচ্ছে।

এদিকে দর্শনার্থীদের নিরাপত্তার জন্য কাজ করছে পুলিশ,টুরিষ্ট পুলিশ, আনসার সদস্য ও সাদা পোশাকের পুলিশ। মেহেরপুর মুজিবনগর কমপ্লেক্সে বেড়াতে আসা পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য দ্বায়িত্বরত আনসার কমান্ডার আলী মোহাম্মদ জানান, কোনো দর্শনার্থী যেন কোন ধরনের হয়রানির শিকার না হয় সেজন্য আমরা সব সময় তৎপর রয়েছি। আমাদের এখানে ৭৩ জন আনসার সদস্য নিরাপত্তায় নিয়োজিত আছে।

মুজিবনগরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা গোপালনগর গ্রামে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে সাদিয়া খাতুন (৭) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে ।

সোমবার দুপুরে গোপালনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সাদিয়া খাতুন গোপালনগর গ্রামের হাসেম আলীর মেয়ে।

পারিবারিক সুত্রে জানা গেছে, সোমবার দুপুরে টেলিভিশন দেখার জন্য সাদিয়ার বড় বোন রিমা টিভির সুইচ অন করতে গিয়ে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়। এসময়ে পাশে থাকা ছোটবোন সাদিয়া তার সংস্পর্শে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। এ ঘটনায় বড় বোন রিমার কিছু না হলেও ছোট বোন সাদিয়া অসুস্থ হয়ে পড়ে ।

পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে।

মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সম্মেলন ৭ মে’র পরিবর্তে ৮মে

মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের ত্রি বার্ষিক সম্মেলন নির্ধারিত ৭ মে সম্মেলন হওয়ার কথা থাকলেও একদিন পিছিয়ে ৮ মে নির্ধারণ করা হয়েছে। একই প্রেক্ষিতে ৮ মে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন ৮মে এর পরিবর্তে ৯ মে অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের খুলনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক বি এম মোজাম্মেল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ৭ মে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা রয়েছে। যে কারণে মেহেরপুরের দুটি ইউনিটের সম্মেলন একদিন করে পেছানো হয়েছে।

মঙ্গলবার পবিত্র ঈদ উল ফিতর

আগামী মঙ্গলবার পবিত্র ঈদ উল ফিতর উদযাপিত হবে। জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়।

গাংনীর করমদিতে ফ্রি মেডিকেল

ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনীর তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের করমদি গ্রামে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার সকাল নয়টার সময় করমদি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফ্রি মেটিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করেন।

দিনব্যাপী মেডিকেল ক্যাম্পে এলাকার ১০জন চিকিৎসক ঈদের ছুটিতে এসে স্থানীয়দের বিমামুল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদানের উদ্যোগ নেন। ১০জন স্থানীয় গুণি চিকিৎসকের সমন্বয়ে শিশু কিশোর বৃদ্ধসহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ ফ্রি চিকিৎসা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

মেডিকেল ক্যাম্পে চিকিৎসা প্রদান করেন ডাঃ মোঃ মাহাফুজ্জামান রতন, ডাক্তার মোঃ সজিব উদ্দীন স্বাধীন, জান্নাতুন নাইম সজিবসহ দশজন চিকিৎসক।

এসময় ডাক্তার মাহাফুজ্জামান রতন বলেন, আমরা মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালিত করে আসছি। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রান্তিক এলাকার মানুষকে এবং নিজ এলাকার মানুষকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা এবং মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা তৈরী করা। আমরা এই ক্যাম্প গ্রাম পর্যায়ে করার ইচ্ছা রয়েছে।

ডাক্তার সজিব উদ্দীন স্বাধীন বলেন, একজন মানুষের বুকে ব্যাথা হলে গ্যাস্টিকের ব্যাথা মনে করে দোকান থেকে ওষুধ কিনে খান দিনের পর দিন। এতে তার কি পরিমান ক্ষতি হয়েছে তা সে নিজেই জানেননা। তাছাড়া পাবজি আর ফ্রি ফায়ারের যুগে করমদি গ্রামের একঝাক তরুণ এই উদ্যোগ নিয়েছে। এ উদ্যোগের ফলে এলাকার বিভিন্ন বয়সের মানুষ চিকিৎসা পাচ্ছে।

প্রত্যন্ত এলাকায় এমন মানুষ আছেন যারা টাকার অভাবে বা জনবলের অভঅবে ভাল চিকিৎসা নিতে পারেনা। এমন হাজারো মানুষ আজ লাইনে দাড়িয়ে চিকিৎসা নিচ্ছে। এতে আমাদেরও অনেক ভাল লাগছে।

ডাক্তার জান্নাতুন নাইম সজিব বলেন , আমরা অনেকেই এলাকার সন্তান। চাকরি বা পেশাদারিত্বে বাহিরে কাটাতে হয়। ঈদের ছুটিতে বাড়ি এসে ফ্রেন্ড সার্কেল চিকিৎসকদের সমন্বয়ে আজকের এই মেডিকেল ক্যাম্প। বাড়িতে বসে থাকার চেয়ে নিজ এলাকার মানুষকে চেকিৎসেবা ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করতে পারার যে তৃপ্তি তা প্রতিবছরের জন্য অব্যাহত

থাকবে।

করমদি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সভাপতি তরিকুল ইসলাম তুষারসহ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ সহযোগীতা করেন।